স্ট্যালিন

বনাম

পুলিশ ইন্সপেক্টরের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্র

(ফৌজদারি আপিল নং ৫৭৭ অফ ২০২০)

সেপ্টেম্বর ০৯,২০২০

[আশক ভূষণ, আর. সুভাষ রেড্ডি এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিগন]

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৩০২, ধারা ৩০৪ এবং ধারা ৩০০-এর ব্যতিক্রম ।V– আপিলকারী-অভিযুক্তকে ধারা ৩০২ ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল –আপিলকারী দাবি করেছিলেন যে এটি একটি একক আঘাতের মামলা, ধারা ৩০২ ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে না এবং মামলা ধারা ৩০৪-অংশ ।। ভারতীয় দণ্ডবিধি এর অধীনে আসবে –ধরা হয়েছে: কোন কঠোর ও দ্রুত নিয়ম নেই যে একক আঘাতের ক্ষেত্রে ধারা ৩০২ ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে না – এটি প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে – বর্তমান মামলায়, সাক্ষী পক্ষ-৩ জমা দিয়েছেন যে যখন ভিকটিম-মৃত ব্যক্তি দুইজন ব্যক্তিকে অতিরিক্ত বিয়ার পরিবেশন করেছিলেন যারা বাইরে থেকে এসেছিলেন, তখন অভিযুক্ত রেগে গিয়ে ভিকটিমকে বলেছিলেন যে তিনি বাইরের লোকদের বেশি বিয়ার কেন দিচ্ছেন এবং স্থানীয় লোকদের কেন দিচ্ছেন না, তারপরে সমস্যা শুরু হয় এবং সেই ধাক্কাধাক্কিতে অভিযুক্ত ছুরি বের করে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করে – ধারা ৩০০ ভারতীয় দণ্ডবিধি-এর ব্যতিক্রম ।V অনুসারে, যদি হত্যাকাণ্ড হিংস্র উত্তেজনায় হঠাৎ সংঘর্ষে ঘটে তবে তা হত্যাকাণ্ড নয় – তথ্য এবং পরিস্থিতি এবং ঘটনা শুরু হওয়ার পদ্ধতি বিবেচনা করে, ধারা ৩০২ ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে না – তবে, অভিযুক্ত ছুরি মতো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিলেন এবং ভিকটিমের দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশে আঘাত করেছিলেন, এটা অনুমান করা যায় যে এই ধরনের শারীরিক আঘাত মৃত্যু ঘটানোর সম্ভাবনা ছিল – সুতরাং, মামলা ধারা ৩০৪-পার্ট-আই এর অধীনে পড়বে এবং ধারা ৩০৪-অংশ ।। ভারতীয় দণ্ডবিধি এর অধীনে নয়।

আংশিকভাবে আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

বলেছে ঃ ১. কোনও কঠোর ও দ্রুত নিয়ম নেই যে একক আঘাতের ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-কে আকর্ষণ করা হবে না। এটি প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। আঘাতের প্রকৃতি, শরীরের যে অংশে এটি হয়েছে, এই ধরনের আঘাতের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র হল এই তথ্যের সূচক যে অভিযুক্ত মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়েছে কি না। একটি সর্বজনীন নিয়ম হিসাবে এটি নির্ধারণ করা যাবে না যে যখনই একক আঘাতের কারণে মৃত্যু ঘটে, তখন ধারা ৩০২ ভারতীয় দণ্ডবিধি বাতিল হয়ে যায়।

প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে, আরও বিশেষ করে, উপরে বর্ণিত পরিস্থিতিতে, পূর্ববর্তী ঘটনাগুলিও এই বিষয়টির উপর প্রভাব ফেলবে যে যে কাজটি দ্বারা মৃত্যু ঘটানো হয়েছিল তা মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল কিনা বা জ্ঞান যে এটি মৃত্যুর কারণ হতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর কারণ হওয়ার অভিপ্রায় ছাড়াই। এটি পরিস্থিতির সামগ্রিকতা যা অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে। [অনুচ্ছেদ ৭.২] [২৯৬-ডি-এফ]

২. বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইন প্রয়োগ করে, বিশেষত একক আঘাতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং হাতে থাকা তথ্যগুলি, এটি বিবেচনা করা প্রয়োজন যে মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ বা অন্য কোনও ছোট অপরাধের অধীনে পড়বে কিনা। পিডব্লিউ ৩, যিনি শুরু থেকেই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে যখন মৃত ব্যক্তি বাইরে থেকে আসা দু 'জনকে অতিরিক্ত বিয়ার পরিবেশন করেছিলেন, তখন অভিযুক্ত রেগে গিয়েছিলেন এবং মৃত ব্যক্তিকে বলেছিলেন যে কেন তিনি শহরের বাইরের লোকদের বেশি বিয়ার দিচ্ছেন এবং স্থানীয় লোকদের দিকে নজর দিচ্ছেন না এবং তারপরে সমস্যা শুরু হয়েছিল এবং সেই হাতাহাতিতে অভিযুক্ত ছুরি বের করে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করেছিল। [অনুচ্ছেদ ৯] [২৯৭-ই-এফ]

৩. ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০০-এর ব্যতিক্রম ৪ অনুযায়ী, অনিচ্ছাকৃত নরহত্যা হত্যা নয়, যদি তা পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই করা হয়-হঠাৎ ঝগড়া-বিবাদের পর আবেগের উত্তাপে হঠাৎ লড়াইয়ে এবং অপরাধী অযথা সুযোগ না নিয়ে এবং নিষ্ঠুর বা অস্বাভাবিকভাবে কাজ না করে। বর্তমান ক্ষেত্রে, ঘটনার জায়গায় বিয়ার পরিবেশন করা হচ্ছিল; বিয়ার পার্টিতে যারা অংশ নিয়েছিল তারা সবাই বন্ধু ছিল; ঘটনার শুরু পি. ডব্লিউ. ৩ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, তথ্য ও পরিস্থিতিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ৩০০ ধারার সংজ্ঞার মধ্যে দোষী সাব্যস্ত নরহত্যাকে হত্যা বলা যাবে না এবং তাই, এখানে বর্ণিত মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে এবং যে পদ্ধতিতে ঘটনাটি একটি বিয়ার পার্টিতে শুরু হয়েছিল, এই আদালতের মতামত যে ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ৩০২ ধারাটি আকর্ষণ করা হবে না। [অনুচ্ছেদ ১০] [২৯৭-এইচ; ২৯৮-এ-বি]

৪. মামলার সমস্ত তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং আরও বিশেষ করে অভিযুক্ত ছুরি মতো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিলেন এবং তিনি মৃত ব্যক্তির দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশে আঘাত করেছিলেন,

এটা অনুমান করা যায় যে এই ধরনের শারীরিক আঘাত মৃত্যু ঘটানোর সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং, মামলা ধারা ৩০৪ অংশ আই এর অধীনে পড়বে এবং ধারা ৩০৪ অংশ ॥ ভারতীয় দণ্ডবিধি এর অধীনে নয়।[অনুচ্ছেদ ১১] [২৯৭-সি-ডি]

মহেশ বাল্মিকি বনাম এমপি রাজ্য (২০০০) ১ এস. সি. সি ৩১৯; ধীরজভাই গোরখভাই নায়েক বনাম গুজরাট রাজ্য (২০০৩) ৯ এস. সি. সি ৩২২: [২০০৩] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ৭৫৪; পুলিচেরলা নাগরাজু বনাম এ. পি. রাজ্য (২০০৬) ১১ এস. সি. সি ৪৪৪: [২০০৬] ৪ সম্পূরক. এস. সি. আর ৬৩৩; সিঙ্গাপাগু আঞ্জাইয়া বনাম এ. পি. রাজ্য (২০১০) ৯ এস. সি. সি ৭৯৯; [২০১০] ৭ এস. সি. আর ৭০৩; বাভিসেট্টি কামেশ্বর রাও বনাম এ. পি. রাজ্য (২০০৮) ১৫ এস. সি. সি ৭২৫: [২০০৮] ৫ এস. সি. আর ৪০৮; জাফেল বিশ্বাস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (২০১৯) ১২ এস. সি. সি ৫৬০-এর উপর নির্ভর।

কুনহাইপ্পু বনাম কেরালা রাজ্য (২০০০) ১০ এসসিসি ৩০৭; মুসুমশা হাসানশা মুসলমান বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০০) ৩ এসসিসি ৫৫৭ : [২০০০] ১ এসসিআর ১১৫৫; ধীরাজভাই গোরাখভাই নায়ক বনাম গুজরাট রাজ্য (২০০৩) ৯ এসসিসি ৩২২ : [২০০৩] ১ সম্পূরক এসসিআর ৭৫৪; পুলিচেরলা নাগরাজু বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য (২০০৬) ১১ এসসিসি ৪৪৪ : [২০০৬] ৪ সম্পূরক এসসিআর ৬৩৩; অরুণ রাজ বনাম ভারত সরকার (২০১০) ৬ এসসিসি ৪৫৭ : [২০১০] ৭ এসসিআর ১; সিংগাপাগু অঞ্জাইয়া বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য (২০১০) ৯ এসসিসি ৭৯৯ : [২০১০] ৭ এসসিআর ৭০৩; অশোককুমার নাগভাই ভাঙ্কার বনাম গুজরাট রাজ্য (২০১১) ১০ এসসিসি ৬০৪; বিজয় রামকৃষ্ণ গাইকোয়াড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১২) ১১ এসসিসি ৫৯২; সোম রাজ বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য (২০১৩) ১৪ এসসিসি ২৪৬ : [২০১৩] ৪ এসসিআর ৪৩৩; মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম কালিচরণ (২০১৯) ৬ এসসিসি ৮০৯; রাজস্থান রাজ্য বনাম লীলা রাম (২০১৯) ১৩ এসসিসি ১৩১; অনন্ত কামিলিয়া বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (২০২০) ২ এসসিসি ৫১১; সুখপাল সিংহ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০১৯) ১৫ এসসিসি ৬২২; রাজস্থান রাজ্য বনাম কানহাইয়া লাল (২০১৯) ৫ এসসিসি ৬৩৯ : [২০১৯] ৫ এসসিআর ৫৬৯ – উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন রেফারেন্স

(২০০০) ১০ এস. সি. সি ৩০৭	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ৪.২**
[২০০০] ১ এস. সি. আর ১১৫৫	**উল্লেখ করা হয়েছে**	**অনুচ্ছেদ ৪.২**

(২০০০) ১ এস. সি. সি ৩১৯	এর উপর নির্ভর করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৪.২ (i)
[২০০৩] ১ সম্পুরক. এস. সি. আর ৭৫৪	এর উপর নির্ভর করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৫.১ (ii)
[২০০৬] ৪ সম্পুরক.এস সি আর ৬৩৩	এর উপর নির্ভর করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৫.১ (iiii)
[২০০৮] ৫ এস. সি. আর ৪০৮	এর উপর নির্ভর করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৫.১ (iv)
[২০১০] ৭ এস. সি. আর ১	উল্লেখ করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৫.১ (v)
[২০১০] ৭ এস. সি. আর ৭০৩	এর উপর নির্ভর করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৫.১ (vi)
(২০১১) ১০ এস. সি. সি ৬০৪	উল্লেখ করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৫.১ (vii)
(২০১২) ১১ এস. সি. সি ৫৯২	উল্লেখ করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৫.১ (viii)
[২০১৩] ৪ এস. সি. আর ৪৩৩	উল্লেখ করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৫.১ (ix)
(২০১৯) ৬ এস. সি. সি ৮০৯	উল্লেখ করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৫.১ (x)
(২০১৯) ১৩ এস. সি. সি ১৩১	উল্লেখ করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৫.১ (xi)
(২০২০) ২ এস. সি. সি ৫১১	উল্লেখ করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৫.১ (xii)
(২০১৯) ১৫ এস. সি. সি ৬২২	উল্লেখ করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৬
(২০০০) ১ এস. সি. সি ৩১৯	উল্লেখ করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৭.১.১
[২০০৩] ১ সম্পুরক . এস. সি. আর ৭৫৪	উল্লেখ করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৭.১.২
[২০০৬] ৪ সম্পুরক. এস সি আর ৬৩৩	উল্লেখ করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৭.১.৩
[২০১০] ৭ এস. সি. আর ৭০৩	উল্লেখ করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৭.১.৪
[২০১৯] ৫ এস. সি. আর ৫৬৯	উল্লেখ করা হয়েছিল	অনুচ্ছেদ ৭.১.৫
(২০১৯) ১২ এস.সি.সি. ৫৬০	এর উপর নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ৮.১

ফৌজদারি আপিলেট এখতিয়ারঃ ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৫৭৭।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চের ২০১৬ সালের সিআরএল.এ. নং ১২২-এর রায় ও আদেশ থেকে।

কে. কে. মণি, সুশ্রী টি. অর্চনা, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

এম. যোগীশ কান্না, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায়টি **এম.আর. শাহ, বিচারপতি** দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

১. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

২. ২০১৬ সালের ফৌজদারি আপিল (এমডি) নম্বর ১২২-এ মাদ্রাজের হাই কোর্ট অফ জুডিকেচারের মাদুরাই বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, যার দ্বারা উচ্চ আদালত উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে এবং ২০১২ সালের দায়রা মামলা নম্বর ৩৫৪-এ তিরুনেলভেলির ৪র্থ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ এবং সাজা নিশ্চিত করেছে।

৩. শুরুতে, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ০১.০৪.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, এই আদালত বর্তমান আবেদনে একটি নোটিশ জারি করেছে যে দণ্ডাদেশটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০৪ অংশ। বা ধারা ৩০২ এর অধীনে হওয়া উচিত ছিল কিনা। অতএব, এই আদালতকে বিবেচনা করতে হবে যে এখানে আবেদনকারী-মূল অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে কিনা বা অন্য কোনও ছোট অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে কিনা, যেমন ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০৪ অংশ ॥।

৪. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী-মূল অভিযুক্ত জোরালোভাবে বলেছেন যে যেহেতু এটি একটি একক আঘাতের মামলা, তাই ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা ৩০২-কে আকর্ষণ করা হবে না। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে এমনকি ঘটনার জন্য অভিযুক্ত তথাকথিত উদ্দেশ্যও প্রশ্নবিদ্ধ ঘটনার চার মাস আগে এবং তাই, প্রসিকিউশন মৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য অভিযুক্তের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা এবং প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৪.১ এতে বলা হয়েছে যে, ঘটনাটি হঠাৎ এবং গুরুতর উস্কানির কারণে ঘটেছে এবং তাই অপরাধটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০০-এর ব্যতিক্রম ।-এর অধীনে পড়বে এবং তাই, আবেদনকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-এর চেয়ে কম অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে হবে।

৪.২ আপীলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী-অভিযুক্ত কুনহাইপ্পু বনাম কেরল রাজ্য (২০০০) ১০ এস. সি. সি ৩০৭ এবং মুসুমশা হাসানশা মুসলমান বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০০) ৩ এস. সি. সি ৫৫৭-এর মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন।

৪.৩ উপরের বক্তব্যগুলি পেশ করে এবং এই আদালতের উপরের সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করে, দণ্ডাদেশটিকে ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা ৩০২ থেকে ধারা ৩০৪ অংশ এইচভারতীয় দণ্ডবিধি-তে রূপান্তরিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৫. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি জোরালোভাবে বলেছেন যে মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে এবং রেকর্ডের পুরো প্রমাণের প্রশংসা করে, উভয়ই-বিদ্বান ট্রায়াল কোর্ট এবং হাইকোর্ট উভয়ই অভিযুক্তকে যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য। এটি জোরালোভাবে জমা দিয়েছে যে অভিযুক্ত শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে ছুরির আঘাতে আঘাত করেছে-লিভার। এতে বলা হয়েছে যে, অভিযুক্তের কাছে ছুরি ছিল; অভিযুক্তের দ্বারা আঘাত শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে ছিল; এবং কোনও গুরুতর ও আকস্মিক উস্কানি প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়নি, এই বিষয়টি বিবেচনা করে বলা হয়েছে যে, নীচের উভয় আদালতই অভিযুক্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

৫.১ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি জোরালোভাবে বলেছেন যে এই আদালতের কোনও সিদ্ধান্তে আইনের কোনও নিখুঁত প্রস্তাব নেই যে একক আঘাতের ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা ৩০২-কে আকর্ষণ করা হবে না। এটি জমা দিয়েছে যে এটি এই আদালতের দ্বারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আঘাতের সংখ্যা অপ্রাসঙ্গিক; এটি সর্বদা উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য নির্ধারণকারী ফ্যাক্টর নয়। এটি জমা দিয়েছে যে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হিসাবে, এটি আঘাতের প্রকৃতি; শরীরের যে অংশে এটি করা হয়েছে; এমন আঘাত করার জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র যা এই সত্যের সূচক যে অভিযুক্ত মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় নিয়ে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়েছে কি না। রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী একক আঘাতের বিষয়ে এই আদালতের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ আকৃষ্ট হবে কি না

(i) মহেশ বাল্মিকি বনাম এম.পি. রাজ্য (২০০০) ১ এসসিসি৩১৯;

(ii) ধীরজভাইত গোরখভাই নায়েক বনাম গুজরাট রাজ্য (২০০৩) ৯ এস. সি. সি ৩২২;

(iii) পুলিচেরলা নাগরাজু বনাম এ.পি. রাজ্য (২০০৬) ১১ এস.সি.সি ৪৪৪;

(iv) বাভিসেট্টি কামেশ্বর রাও বনাম এ.পি. রাজ্য (২০০৮) ১৫ এসসিসি ৭২৫;

(v) অরুণ রাজ বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১০) ৬ এস. সি. সি. ৪৫৭;

(vi) সিঙ্গাপাগু আঞ্জাইয়া বনাম এ. পি. রাজ্য (২০১০) ৯ এস. সি. সি. ৭৯৯;

(vii) অশোককুমার নাগাভাই ভানকার বনাম গুজরাট রাজ্য (২০১১) ১০ এস. সি. সি ৬০৪;

(viii) বিজয় রামকৃষ্ণ গায়কোয়াড় বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১২) ১১ এস. সি. সি ৫৯২;

(x) সোম রাজ বনাম এইচ.পি. রাজ্য (২০১৩) ১৪ এসসিসি২৪৬;

(xi) মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম কালীচরণ (২০১৯) ৬ এসসিসি ৮০৯;

(xi) রাজস্থান রাজ্য বনাম লীলা রাম (২০১৯) ১৩ এস. সি. সি. ১৩১;

(xii) অনন্ত কামিল্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য (২০২০) ২ এস. সি. সি. ৫১১

৬. এখন, অভিযুক্তের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয়েছে যে অভিযোগপক্ষ মোটিভ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং/অথবা ঘটনার অভিযোগ করা মোটিভ প্রশ্নিত ঘটনার চার মাস পূর্বের। রাজ্যের পক্ষে উপস্থিত শিক্ষিত আইনজীবী জোরালোভাবে জমা দিয়েছেন যে, হাই কোর্টের সঠিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, যে মামলায় প্রত্যক্ষদর্শী উপলব্ধ, সেখানে মোটিভ অসার হয়ে যায়। জমা দেওয়া হয়েছে যে, বর্তমান মামলায়, সাক্ষী পক্ষ ১, ২ এবং ৩ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং অতএব, বর্তমান মামলায় মোটিভ অসার। এই আদালতের **সুখপাল সিং বনাম রাজ্য পঞ্জাব** (২০১৯) ১৫ এসসিসি ৬২২ মামলার সিদ্ধান্তের উপর ভারী নির্ভর করা হয়েছে।

৭. সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষ থেকে বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞ পরামর্শ শুনেছি। যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান আপিলে একমাত্র যে দিকটি বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হল আবেদনকারী-অভিযুক্ত ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা ৩০২ বা অন্য কোনও ছোট অপরাধের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে কিনা, বিশেষ করে ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা ৩০৪ অংশ ২-এর অধীনে?

৭.১ আপীলকারীর পক্ষ থেকে মামলাটি-অভিযুক্ত যে যেহেতু এটি একটি একক আঘাতের মামলা, তাই ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা ৩০২-কে আকর্ষণ করা হবে না এবং মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ৩০৪ ধারার অধীনে পড়বে। উপরোক্ত জমা দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার সময়, একক আঘাতের ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা ৩০২-কে আকর্ষণ করা হবে কি না সে সম্পর্কে এই আদালতের কয়েকটি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা প্রয়োজনঃ

৭.১.১ মহেশ বাল্মিকী বনাম এম.পি. রাজ্য, (২০০০) ১ এস. সি. সি ৩১৯-এ, এই আদালত মৃত ব্যক্তির বুকে একটি ছুরি দিয়ে আঘাত করলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা প্রযোজ্য হবে কিনা এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এই রায় দেয়ঃ (এস. সি. সি. পিপি. ৩২২-২৩, অনুচ্ছেদ ৯)

"৯,... একটি আঘাতের ক্ষেত্রে সবসময় যে ধারা ৩০২ ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হবে না, এমন কোনো নীতি নেই। একটি আঘাত কিছু ক্ষেত্রে

ধারা ৩০২ ভারতীয় দণ্ডবিধি -এর অধীনে, কিছু ক্ষেত্রে ধারা ৩০৪ ভারতীয় দণ্ডবিধি -এর অধীনে, এবং কিছু ক্ষেত্রে ধারা ৩২৬ ভারতীয় দণ্ডবিধি -এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে। অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ প্রতিটি মামলার ঘটনা এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। আঘাতের প্রকৃতি, এটি দেহের গুরুত্বপূর্ণ বা গৌণ অংশে হয়েছে কিনা, ব্যবহৃত অস্ত্র, আঘাত সৃষ্টির পরিস্থিতি এবং এটি যেভাবে করা হয়েছে, এই সমস্ত বিষয় অপরাধীর উদ্দেশ্য বা জ্ঞান এবং সংঘটিত অপরাধ মূল্যায়নে প্রাসঙ্গিক। এই ক্ষেত্রে, মৃত ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি কারণ অভিযুক্তের সহযোগীরা তাকে ধরে রেখেছিল, যা অভিযুক্তকে একটি মাত্র আঘাত করলেও মারাত্মক আঘাত করার সুযোগ দেয়। এই তথ্য স্পষ্টভাবে দেখায় যে অভিযুক্তের মৃত ব্যক্তিকে হত্যার ইচ্ছা ছিল। বিকল্পভাবে, তার এই জ্ঞান ছিল যে ছুরির আঘাত এতটাই বিপজ্জনক ছিল যে এটি মৃত্যু বা এমন শারীরিক আঘাত ঘটাতে পারে যা মৃত্যুর কারণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"

৭.১.২ গুজরাটের ধীরজভাই 'গোরখভাত' নায়ক্যভ. রাজ্য (২০০৩) ৯ এস. সি. সি. ৩২২-এ, এই আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০০ ধারার ৪ নং ব্যতিক্রমের উপাদান নিয়ে আলোচনা করার সময় এই রায় দিয়েছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৩২৭-২৮, অনুচ্ছেদ ১১)

"১১.ধারা ৩০০ আইপিসি-এর চতুর্থ ব্যতিক্রম হঠাৎ সংঘটিত লড়াইয়ে সংঘটিত কাজগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই ব্যতিক্রম এমন প্ররোচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা প্রথম ব্যতিক্রমের আওতায় পড়ে না, যেখানে এটি আরও উপযুক্ত স্থান পেত। উভয় ব্যতিক্রম একই নীতির উপর ভিত্তি করে, কারণ কোনও ক্ষেত্রেই পূর্বপরিকল্পনা থাকে না। তবে, প্রথম ব্যতিক্রমে সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ হারানোর বিষয় থাকে, আর চতুর্থ ব্যতিক্রমে এমন উত্তেজনার বিষয় থাকে যা যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনাকে ম্লান করে এবং মানুষকে এমন কাজ করতে প্ররোচিত করে যা তারা সাধারণত করত না। চতুর্থ ব্যতিক্রমে, যেমন প্রথম ব্যতিক্রমে, প্ররোচনা বিদ্যমান, তবে সৃষ্ট আঘাত সেই প্ররোচনার সরাসরি ফল নয়। চতুর্থ ব্যতিক্রম সেই পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য যেখানে, কোনো আঘাত হানা বা বিরোধের উৎপত্তিতে বা অন্য যেকোনো উপায়ে প্ররোচনা দেওয়া সত্ত্বেও, উভয় পক্ষের পরবর্তী আচরণ তাদের অপরাধের ক্ষেত্রে সমান অবস্থানে রাখে। একটি "হঠাৎ লড়াই" পারস্পরিক প্ররোচনা এবং উভয় পক্ষের শারীরিক আঘাত অন্তর্ভুক্ত করে। এমন ক্ষেত্রে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড একতরফা প্ররোচনার কারণে ঘটে না, এবং এর সম্পূর্ণ দোষ একপক্ষের উপর চাপানো যায় না।

যদি প্রথম ব্যতিক্রম বেশি উপযুক্ত প্রয়োগযোগ্য হতো, তাহলে কোনো পূর্বপরিকল্পনা বা লড়াই করার সিদ্ধান্ত থাকত না। একটি লড়াই হঠাৎ করে ঘটে, যার জন্য উভয় পক্ষ কমবেশি দায়ী। হয়তো একজন এটি শুরু করেছিল, তবে অন্যজন তার নিজের আচরণ দ্বারা এটি আরও গুরুতর না করলে এটি এতটা তীব্র রূপ নিত না। এখানে পারস্পরিক প্ররোচনা এবং উত্তেজনা থাকে, যা প্রতিটি লড়াইকারীর দোষ সমানভাবে ভাগ করা কঠিন করে তোলে। চতুর্থ ব্যতিক্রম তখনই প্রয়োগ করা যেতে পারে যদি মৃত্যু ঘটে: (ক) কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই, (খ) হঠাৎ সংঘটিত লড়াইয়ে, (গ) অপরাধীরা কোনো অন্যায্য সুবিধা গ্রহণ না করে বা নিষ্ঠুর বা অস্বাভাবিক আচরণ না করে, এবং (ঘ) যদি লড়াইটি নিহত ব্যক্তির সঙ্গে হয়ে থাকে। চতুর্থ ব্যতিক্রমে উল্লিখিত সমস্ত উপাদান উপস্থিত থাকতে হবে। ধারা ৩০০ আইপিসি-এর চতুর্থ ব্যতিক্রমে উল্লেখিত "লড়াই" আইপিসি-তে সংজ্ঞায়িত নয়। একটি লড়াইয়ের জন্য অন্তত দুই ব্যক্তি প্রয়োজন এবং এটি পারস্পরিক সংঘর্ষ, অস্ত্রসহ বা অস্ত্রবিহীন হতে পারে। উত্তেজনার তাপে কোনো বিরতির সময় থাকে না, এবং এই ক্ষেত্রে, উভয় পক্ষ শুরুতে মৌখিক বিবাদের কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। একটি লড়াই হলো দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে সংঘর্ষ। হঠাৎ বিবাদ কিসে ঘটে তা নির্ধারণের জন্য কোনো সাধারণ নিয়ম নেই, কারণ এটি প্রতিটি মামলার প্রমাণিত তথ্যের উপর নির্ভর করে। চতুর্থ ব্যতিক্রম প্রয়োগের জন্য, এটি কেবল দেখানো যথেষ্ট নয় যে হঠাৎ বিবাদ হয়েছে এবং কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না, বরং এটি আরও দেখাতে হবে যে অপরাধী কোনো অন্যায্য সুবিধা নেয়নি বা নিষ্ঠুর বা অস্বাভাবিক আচরণ করেনি। বিধানে ব্যবহৃত "অন্যায্য সুবিধা" শব্দগুচ্ছের অর্থ হলো "অন্যায্য সুবিধা"।

৭.১.৩ পুলিচেরলা নাগরাজুয়. বনাম এ. পি. রাজ্য (২০০৬) ১১ এস. সি. সি. ৪৪৪, এই আদালত কোনও মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ বা ৩০৪ প্রথম অংশ বা ৩০৪ দ্বিতীয় অংশের অধীনে পড়ে কিনা তা নির্ধারণ করার সময় এই রায় দিয়েছেঃ (এস. সি. সি. পিপি. ৪৫৭-৫৮, অনুচ্ছেদ ২৯):

২৯. অতএব, আদালতকে যত্ন ও সতর্কতার সাথে উদ্দেশ্যের মূল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ এটি সিদ্ধান্ত নেবে যে মামলাটি ধারা ৩০২ বা ৩০৪ অংশ ১ বা ৩০৪ অংশ ২ এর অধীনে পড়ে কিনা। অনেক ছোট বা তুচ্ছ বিষয়-ফল তোলা, গবাদি পশু বিপথগামী করা, শিশুদের ঝগড়া, রূঢ় বক্তব্য

শব্দ বা এমনকি একটি আপত্তিকর দৃষ্টি, ঝগড়া এবং দলীয় সংঘর্ষের দিকে পরিচালিত করতে পারে যা মৃত্যুতে পরিণত হয়। প্রতিশোধ, লোভ, ঈর্ষা বা সন্দেহের মতো সাধারণ উদ্দেশ্য এই ধরনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকতে পারে। কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। কোন পূর্ব পরিকল্পনা থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, অপরাধমূলক কিছুও নাও থাকতে পারে। অন্য প্রান্তে, হত্যাকাণ্ডের মামলা থাকতে পারে যেখানে অভিযুক্ত মৃত্যু ঘটানোর কোন ইচ্ছা ছিল না এমন একটি মামলা তুলে ধরে হত্যাকাণ্ডের শাস্তি এড়ানোর চেষ্টা করে। আদালতের জন্য এটি নিশ্চিত করা যে ধারা ৩০২ এর অধীনে দণ্ডনীয় হত্যাকাণ্ডের মামলাগুলি ধারা ৩০৪ পার্ট আই/আইআই এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধে রূপান্তরিত হয় না এবং হত্যাকাণ্ডের পরিমাণ না হওয়া দোষজনক হত্যাকাণ্ডের মামলাগুলি ধারা ৩০২ এর অধীনে দণ্ডনীয় হত্যাকাণ্ড হিসাবে বিবেচিত হয়। মৃত্যু ঘটানোর ইচ্ছা সাধারণত নিম্নলিখিত কয়েকটি বা অন্যান্য পরিস্থিতির সমন্বয়ে সংগ্রহ করা যেতে পারে: (i) ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রকৃতি; (ii) অস্ত্রটি অভিযুক্তের দ্বারা বহন করা হয়েছিল কিনা বা স্পট থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল; (iii) আঘাতটি দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশে লক্ষ্য করা হয়েছিল কিনা; (iv) আঘাত করার জন্য ব্যবহৃত বলের পরিমাণ; (v) কাজটি হঠাৎ ঝগড়া বা হঠাৎ সংঘর্ষ বা সর্বজনীন সংঘর্ষের সময় ছিল কিনা; (vi) ঘটনাটি সুযোগবসত ঘটেছে কিনা বা কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল কিনা; (vii) কোন পূর্ব শত্রুতা ছিল কিনা বা মৃত ব্যক্তি অপরিচিত ছিল কিনা; (viii) কোন গুরুতর ও হঠাৎ উত্তেজনা ছিল কিনা এবং যদি থাকে তবে এমন উত্তেজনা কারণ; (ix) এটি হিংস্র উত্তেজনা ছিল কিনা; (x) আঘাত করার ব্যক্তি অযথা সুবিধা নিয়েছেন বা নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিকভাবে কাজ করেছেন কিনা; (xi) অভিযুক্ত একক আঘাত করেছেন কিনা বা বেশ কয়েকটি আঘাত করেছেন। উপরোক্ত পরিস্থিতির তালিকা অবশ্যই সম্পূর্ণ নয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিশেষ পরিস্থিতি থাকতে পারে যা ইচ্ছার প্রশ্নে আলোকপাত করতে পারে। যাই হোক না কেন।"

৭.১.৪ সিঙ্গাপাগু আঞ্জাইয়া বনাম এ. পি. রাজ্য (২০১০) ৯ এস. সি. সি ৭৯৯-এ, এই আদালত এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় যে, মৃত ব্যক্তির মাথার খুলিতে কাক দিয়ে আঘাত করলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ প্রযোজ্য হবে কি না, এইভাবে ধার্য করা হয়েছে (এস.সি.সি. পৃ. ৮০৩, অনুচ্ছেদ ১৬):

"১৬. আমাদের মতে, যেহেতু অভিযুক্তের মনে কেউ প্রবেশ করতে পারে না, তাই তার উদ্দেশ্যটি ব্যবহৃত অস্ত্র, আক্রমণের জন্য নির্বাচিত শরীরের অংশ এবং আঘাতের প্রকৃতি।

এখানে, আপিলকারী অপরাধের অস্ত্র হিসাবে একটি শাবল বেছে নিয়েছিলেন। তিনি আরও শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বেছে নিয়েছেন অর্থাৎ আঘাতের জন্য মাথা যা মাথার খুলির একাধিক ফাটল সৃষ্টি করেছিল। এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে আপিলকারী যে শক্তি দিয়ে অস্ত্রটি ব্যবহার করেছিলেন। এই সমস্ত কারণগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব অপ্রতিরোধ্যভাবে এক এবং একমাত্র সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে আপিলকারী মৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাতে চেয়েছিলেন।

৭.১.৫ রাজস্থান রাজ্য বনাম কানহাইয়া লাল (২০১৯) ৫ এস. সি. সি. ৬৩৯ মামলায় এই আদালত ৭.৩,৭.৪ এবং ৭.৫ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"৭.৩. অরুণ রাজ [অরুণ রাজ বনাম ভারত ইউনিয়ন, (২০১০) ৬ এস. সি. সি. ৪৫৭: (২০১০) ৩ এস. সি. সি. (সি. আর. আই.) ১৫৫] মামলায় এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে এবং রায় দিয়েছে যে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই যে যখনই একটি আঘাত করা হবে, তখন ধারা ৩০২ আকর্ষণ করা হবে না। এই আদালত পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে যে ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রকৃতি এবং শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে আঘাত করা হয়েছিল, তা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করে যে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর জন্য অভিযুক্তের অভিপ্রায় ছিল। এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে এবং বলেছে যে একবার এই উপাদানগুলি প্রমাণিত হয়ে গেলে, একটি একক আঘাত বা একাধিক আঘাত ছিল কিনা তা অপ্রাসঙ্গিক।

"৭.৪. অশোককুমার মাগাভাই ভঙ্কার [অশোককুমার মাগাভাই ভঙ্কার বনাম গুজরাট রাজ্য, (২০১১) ১০ এস. সি. সি. ৬০৪: (২০১২) ১ এস. সি. সি. (সি. আর. আই) ৩৯৭] মামলায় মৃত ব্যক্তির মাথায় কাঠের পেষ্টল দিয়ে একক আঘাতের ফলে মৃত্যু হয়েছে। দেখা গেছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি এত জোরে পেষ্টল ব্যবহার করে যে, মৃতের মাথা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই আদালত বিবেচনা করে যে, মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০০ ধারার ধারা ৩০২ বা ব্যতিক্রম ৪-এর অধীনে পড়বে কি না। এই আদালত মনে করে যে, মৃত ব্যক্তির আঘাত শুধুমাত্র অভিযুক্তের অভিপ্রায়ই নয়, সেই বিষয়ে অভিযুক্তদের জ্ঞানও প্রদর্শন করে। এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই ধরনের আক্রমণ ভুক্তভোগীর মৃত্যু ঘটানো ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি, যে কোনও ধারণার সাথে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে শরীরের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে এই জাতীয় সি অস্ত্র দিয়ে এই ধরনের আঘাত মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

৭.৫. একই মত এই আদালত দ্বারা সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত লিলা রাম (উপরোক্ত) এ গৃহীত হয়েছে এবং হাতে থাকা বিষয়টিতে এই আদালতের সিদ্ধান্তের কাতেনা বিবেচনা করে, অর্থাৎ

একক আঘাতের ক্ষেত্রে, মামলা ধারা ৩০২ বা ধারা ৩০৪ পার্ট আই বা ধারা ৩০৪ পার্ট ॥ এর অধীনে পড়ে কিনা, এই আদালত উচ্চ আদালতের রায় উল্টে দিয়েছে এবং অভিযুক্তকে ধারা ৩০২ ভারতীয় দণ্ডবিধি এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে। একই সিদ্ধান্তে, এই আদালত ধারা ৩০০ ভারতীয় দণ্ডবিধি এর ব্যতিক্রম ৪ বিবেচনা করেছে এবং অনুচ্ছেদ ২১-এ নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে: (এসসিসি অনুচ্ছেদ ২১)

> "২১. ব্যতিক্রম ৪-এর অধীনে, দোষী সাব্যস্ত নরহত্যা হত্যা নয় যদি সেই বিধানে থাকা শর্তগুলি পূরণ করা হয়। সেগুলি হলঃ (i) যে কাজটি পূর্বকল্পনা ছাড়াই করা হয়েছিল; (ii) যে হঠাৎ লড়াই হয়েছিল; (iii) কাজটি অবশ্যই হঠাৎ ঝগড়ার পরে আবেগের উত্তাপে হতে হবে; এবং (iv) অপরাধীর অযৌক্তিক সুযোগ নেওয়া বা নিষ্ঠুর বা অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে কাজ করা উচিত ছিল না।

৭.১.৬ বাভিসেট্টি কামেশ্বর রাও (উপরক্ত)-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত ১৩ এবং ১৪ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ

> "১৩. এটা দেখা যায় যে, যেখানে খুনের মামলায় শুধুমাত্র একটি আঘাত রয়েছে, সেখানে সর্বদা একটি যুক্তি পেশ করার প্রবণতা থাকে যে অপরাধটি অবশ্যই ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০৪-এর দ্বিতীয় অংশের আওতায় আসবে। যেখানে একটি আঘাত রয়েছে সেখানে অপরাধের প্রকৃতি কেবলমাত্র একটি আঘাতের ভিত্তিতে এবং এইভাবে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। অপরাধের প্রকৃতি অবশ্যই অন্যান্য পরিচারক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে যা আদালতকে অভিযুক্তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে খুঁজে বের করতে সহায়তা করবে। এই ধরনের পরিচর্যার পরিস্থিতি অনেক হতে পারে, সেগুলি হল (i) কাজটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল কিনা; (ii) ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রকৃতি; (iii) অভিযুক্তের উপর হামলার প্রকৃতি। এটি অবশ্যই একটি সম্পূর্ণ তালিকা নয় এবং প্রতিটি মামলা অবশ্যই উপলব্ধ প্রমাণের উপর নির্ভর করে। স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে, বিদ্বান কৌঁসুলি জোর দিয়েছিলেন যে এটি কেবলমাত্র মুহূর্তের আকস্মিক ব্যবহার ছিল এবং তাই, মৃত্যু ঘটানোর বা এমন শারীরিক আঘাত করার কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে না যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কেবলমাত্র স্ক্রু ড্রাইভারটি তার ব্যবসায় অভিযুক্ত দ্বারা ব্যবহৃত একটি সাধারণ সরঞ্জাম ছিল, এটি এমন হতে পারে না যে এর ব্যবহারকারী নির্দোষ হবে।

> ১৪. কর্ণাটক রাজ্যে বনাম বেদানায়গম [(১৯৯৫) ১ এস. সি. সি ৩২৬:১৯৯৫ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৩৩১] এই আদালত বিবেচনা করেছে যে একটি আঘাতের সাধারণ যুক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। সেই ক্ষেত্রে আঘাতটি ছুরির কারণে হয়েছিল।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রমাণ অভিযোগপক্ষের এই দাবি সমর্থন করেছিল যে, আঘাতটি স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। হাই কোর্ট অভিযুক্তকে ধারা ৩০৪ পার্ট ॥ ভারতীয় দণ্ডবিধি এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিল, এই বিষয়টির উপর নির্ভর করে যে শুধুমাত্র একটি একক আঘাত ছিল। তবে, আঘাতের প্রকৃতি, অভিযুক্ত দ্বারা আঘাত করার জন্য দেহের অংশ নির্বাচন এবং অন্যান্য উপস্থিত পরিস্থিতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পরে এবং ধারা ৩০০ ভারতীয় দণ্ডবিধি এর তৃতীয় ধারা এবং *ভীরসা সিং বনাম রাজ্য পঞ্জাব* (এআইআর ১৯৫৮ এসসি ৪৬৫) মামলার সিদ্ধান্তের উপর আরও নির্ভর করে, আদালত ধারা ৩০২ ভারতীয় দণ্ডবিধি এর অধীনে অব্যাহতি বাতিল করে এবং অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে। আদালত (*বেদানায়গম* মামলা [(১৯৯৫) ১ এসসি ৩২৬: ১৯৯৫ এসসি (ক্রি) ২৩১], এসসি পৃষ্ঠা ৩৩০, অনুচ্ছেদ ৪) *ভীরসা সিং* মামলায় (এআইআর ১৯৫৮ এসসি ৪৬৫, এআইআর পৃষ্ঠা ৪৬৮, অনুচ্ছেদ ১৬) **বোস, বিচারপতি**-এর পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেছিল।

"১৬.... বিদ্বান বিচারপতির প্রতি যথাযথ সম্মানের সাথে তিনি টিএম আঘাতের গুরুতরতার সাথে প্রয়োজনীয় অভিপ্রায়কে যুক্ত করেছেন এবং আমরা যেমন দেখিয়েছি যে, এই বিভাগের যা প্রয়োজন তা নয়। দুটি বিষয় বেশ আলাদা এবং স্বতন্ত্র, যদিও তাদের সম্পর্কে প্রমাণ কখনও কখনও ওভারল্যাপ হতে পারে।"

উপরের মামলার আরও পর্যবেক্ষণগুলি ছিলঃ (বিরসা সিং মামলা [এআইআর ১৯৫৮ এসসি ৪৬৫], এআইআর পৃষ্ঠা ৪৬৮, অনুচ্ছেদ ১৬ ও ১৭)

"৭৬.... প্রশ্নটি হল যে কয়েদি গুরুতর আঘাত বা তুচ্ছ আঘাত দিতে চেয়েছিলেন কিনা, বরং তিনি যে আঘাত দিয়েছেন তা প্রমাণিত হয়েছে তা তিনি দিতে চেয়েছিলেন কিনা। যদি তিনি দেখাতে পারেন যে তিনি তা করেননি, অথবা যদি পরিস্থিতির সমষ্টি এমন একটি অনুমানকে ন্যায়সঙ্গত করে, তাহলে অবশ্যই, ধারাটি যে উদ্দেশ্য প্রয়োজন তা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু যদি আঘাত এবং অভিযুক্তের তা প্রদান করার বিষয়টি ছাড়া আর কিছু না থাকে, তাহলে একমাত্র সম্ভাব্য অনুমান হল যে তিনি তা প্রদান করার ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি তার গুরুতরতার কথা জানতেন কিনা বা গুরুতর পরিণতির ইচ্ছা করেছিলেন কিনা তা এখানেও নেই সেখানেও নেই। প্রশ্নটি, যতদূর উদ্দেশ্যের বিষয়, তিনি হত্যা করতে চেয়েছিলেন কিনা, বা নির্দিষ্ট মাত্রার গুরুতর আঘাত দিতে চেয়েছিলেন কিনা নয়, বরং তিনি প্রশ্নে উল্লিখিত আঘাত দিতে চেয়েছিলেন কিনা; এবং একবার আঘাতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে, এটি অনুমান করা হবে যে প্রমাণ বা পরিস্থিতি বিপরীত সিদ্ধান্তের সপক্ষে না হওয়া পর্যন্ত তা সৃষ্টি করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইচ্ছা আছে কি না তা একটি বাস্তবিক বিষয় এবং আইনের নয়।

ক্ষতটি গুরুতর কিনা, এবং যদি গুরুতর হয়, কতটা গুরুতর, তা সম্পূর্ণ আলাদা এবং স্বতন্ত্র প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই যে বন্দী প্রশ্নটি আঘাত করতে চেয়েছিল কিনা।

১৭... এটা সত্য যে একটি প্রদত্ত ক্ষেত্রে তদন্তকে আঘাতের গুরুতরতার সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি এটি প্রমাণ করা যায়, বা পরিস্থিতির সামগ্রিকতা যদি একটি অনুমানকে ন্যায়সঙ্গত করে, যে বন্দী কেবল একটি বাহ্যিক আঁচড়ের উদ্দেশ্যে ছিল এবং দুর্ঘটনাক্রমে তার শিকার হোঁচট খেয়েছিল এবং ব্যবহৃত তলোয়ার বা বর্শাটির উপর পড়েছিল, তবে অবশ্যই অপরাধটি হত্যা নয়। তবে এর কারণ এই নয় যে বন্দী যে আঘাতটি করতে চেয়েছিল তা ততটা গুরুতর হতে চায়নি যতটা প্রমাণিত হয়েছিল কিন্তু কারণ সে প্রশ্নবিদ্ধ আঘাতটি মোটেও করতে চায়নি। এই ধরনের ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য হবে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষতি করা। পার্থক্যটি আইনের নয় বরং সত্যের একটি; "...

(জোর দেওয়া হয়েছে) "

৭.২ উপরের উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি থেকে জানা যায় যে, কোনও কঠিন ও দ্রুত নিয়ম নেই যে একক আঘাতের ক্ষেত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা ৩০২-কে আকর্ষণ করা হবে না। এটি প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। আঘাতের প্রকৃতি, শরীরের যে অংশে এটি হয়েছে, এই ধরনের আঘাত করতে ব্যবহৃত অস্ত্র হল এই তথ্যের সূচক যে অভিযুক্ত মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়েছে কি না। এটি সর্বজনীন প্রয়োগের নিয়ম হিসাবে স্থাপন করা যায় না যে যখনই একটি আঘাতের কারণে মৃত্যু ঘটে, তখন ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা ৩০২ বাতিল করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে, বিশেষত, উপরে বর্ণিত পরিস্থিতিতে, পূর্ববর্তী ঘটনাগুলিও এই বিষয়টির উপর প্রভাব ফেলবে যে যে কাজটি করে মৃত্যু ঘটানো হয়েছিল তা মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল কিনা বা এই জ্ঞান যে এটি মৃত্যুর কারণ হতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর কারণ হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়াই। এটি পরিস্থিতির সমষ্টি যা অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে।

৮. এখন যতদূর পর্যন্ত অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, বর্তমান ঘটনার চার মাস আগে ঘটনার উদ্দেশ্য ছিল এবং রাষ্ট্রপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, ততদূর পর্যন্ত এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বর্তমান মামলায় তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে যা নীচের উভয় আদালত বিশ্বাস করে এবং আমরা পিডব্লিউ ১,২ ও ৩-এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও সন্দেহ করি না। এই আদালতের একটি কাতেনা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দণ্ডবিধির অধীনে মোটিভ

একটি স্পষ্ট প্রয়োজন নয়, যদিও "মোটিভ" প্রমাণমূলক প্রমাণের ক্ষেত্রে অভিযোগপক্ষের মামলা প্রমাণ করতে সহায়ক হতে পারে। উপরোক্তভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, ঘটনার তিনজন প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে এবং অভিযোগপক্ষ তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীকে পরীক্ষা করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। অতএব, হাই কোর্টের সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, ধরে নিন যে অভিযোগ করা মোটিভ হল চার মাস আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা বা অভিযোগপক্ষ সন্দেহের বাইরে মোটিভ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তা অভিযোগপক্ষের মামলার জন্য মারাত্মক হবে না।

৮. ১ **জাফেল বিশ্বাস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য** (২০১৯) ১২ এস. সি. সি. ৫৬০ মামলায় এই আদালত যেমন পর্যবেক্ষণ ও রায় দিয়েছে, উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি কোনও প্রসিকিউশন মামলা ছড়িয়ে দেয় না যদি প্রসিকিউশন একই প্রমাণ করতে সফল হয়। উদ্দেশ্যটি সর্বদা ঘটনার রচয়িতা ব্যক্তির মনে থাকে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট না হওয়া বা প্রমাণিত না হওয়ার জন্য কেবল কোনও সিদ্ধান্তে আসার সময় আদালতের দ্বারা প্রমাণের গভীর তদন্তের প্রয়োজন হয়। যখন কোনও ঘটনার প্রমাণ করার নির্দিষ্ট প্রমাণ থাকে এবং প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অভিযুক্তের ভূমিকা প্রমাণ করে, তখন প্রসিকিউশন দ্বারা উদ্দেশ্য প্রমাণের ক্ষেত্রে অনুপস্থিতি প্রসিকিউশন মামলাটিকে প্রভাবিত করে না।

৯. উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আইন প্রয়োগ করে, বিশেষত একক আঘাতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং হাতে থাকা তথ্যগুলি, এটি বিবেচনা করা প্রয়োজন যে মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২ বা অন্য কোনও ছোট অপরাধের অধীনে পড়বে কিনা। পিডব্লিউ ৩-নেলসন, যিনি শুরু থেকেই এই ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে যখন মৃত-কালিদাস বাইরে থেকে আসা দু 'জনকে অতিরিক্ত বিয়ার পরিবেশন করেছিলেন, তখন অভিযুক্ত রেগে যায় এবং মৃত ব্যক্তিকে বলে যে সে কেন শহরের বাইরের লোকদের বেশি বিয়ার দিচ্ছে এবং স্থানীয় লোকদের দিচ্ছে না এবং তারপরে সমস্যা শুরু হয় এবং সেই হাতাহাতির মধ্যে অভিযুক্ত ছুরি বের করে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করে। মেডিকেল প্রমাণ থেকে, মৃত ব্যক্তি নিম্নলিখিত আঘাতগুলি সহ্য করেছেনঃ

"বাহ্যিক আঘাতঃ

একটি ছুরিকাঘাতের ক্ষত প্রায় ৩ x ১.৫ সেন্টিমিটার এবং ৮ সেন্টিমিটার গভীর এবং ডানদিকে ডিএলএল ভার্টিবেরার সাথে সম্পর্কিত পিছনে পরিষ্কার প্রান্ত রয়েছে। ক্ষতের প্রান্তগুলি ফুলে যায়, আনুগত্য রক্ত দিয়ে পড়া হয়।

১০. দণ্ডবিধির ধারা ৩০০-এর ব্যতিক্রম IV অনুযায়ী, যদি হত্যাকাণ্ড পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া, হিংস্র উত্তেজনায়

হঠাৎ সংঘর্ষে, হঠাৎ ঝগড়ার পরে এবং অপরাধী অযথা সুবিধা না নিয়ে এবং নিষ্ঠুর বা অস্বাভাবিকভাবে কাজ না করে করে থাকে তবে তা হত্যাকাণ্ড নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে, ঘটনার জায়গায় বিয়ার পরিবেশন করা হচ্ছিল; বিয়ার পার্টিতে যারা অংশ নিয়েছিল তারা সবাই বন্ধু ছিল; ঘটনার শুরুটি পি. ডব্লিউ. ৩ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, তথ্য ও পরিস্থিতিতে, ৩০০ ভারতীয় দণ্ডবিধির সংজ্ঞার মধ্যে দোষী সাব্যস্ত নরহত্যাকে হত্যা বলা যাবে না এবং তাই, এখানে বর্ণিত মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে এবং যেভাবে ঘটনাটি একটি বিয়ার পার্টিতে শুরু হয়েছিল, আমরা মতামত দিচ্ছি যে ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা ৩০২-কে আকর্ষণ করা হবে না।

১১. এখন, এই আদালতের বিবেচনার জন্য পরবর্তী যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তা হল মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ৩০৪ ধারা দ্বিতীয় অংশের অধীনে পড়বে কি না? মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির সামগ্রিকতার কথা বিবেচনা করে এবং আরও বিশেষ করে যে অভিযুক্ত ছুরির মতো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিল এবং সে মৃত ব্যক্তিকে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে আঘাত করেছিল, এটি অনুমান করা যেতে পারে যে এই ধরনের শারীরিক আঘাতের ফলে মৃত্যু হতে পারে। অতএব, মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ৩০৪ ধারা দ্বিতীয় অংশের অধীনে নয়, ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ৩০৪ ধারা প্রথম অংশের অধীনে পড়বে।

১২. উপরোক্ত বিষয় এবং উপরোক্ত কারণগুলির দৃষ্টিতে, আপীল আংশিকভাবে অনুমোদিত হয়েছে। হাই কোর্ট কর্তৃক জারি করা বিতর্কিত রায় এবং আদেশ, যা ধারা ৩০২ ভারতীয় দণ্ডবিধি এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ত করার নিশ্চিত করে, এখানে ধারা ৩০২ ভারতীয় দণ্ডবিধি থেকে ধারা ৩০৪ পার্ট । IPC-এ সংশোধিত করা হয়েছে। অভিযুক্তকে ধারা ৩০৪ পার্ট । ভারতীয় দণ্ডবিধি এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং ১০,০০০/- টাকা জরিমানা সহ ৮ বছর কঠোর কারাদণ্ড এবং ডিফল্টে আরও এক বছর কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আপীল উপরোক্ত পরিমাণে অনুমোদিত।

অঙ্কিত জ্ঞান আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu